স্বরলিপির ব্যাখ্যা।

১। স, র, গ, ম, প, ধ, ন—সপ্তস্বরের এই সাতটি স্বরাক্ষর।

২। ঋ=কোমল র; জ্ঞ=কোমল গ; হ্ম=কড়ি ম; দ=কোমল ধ; ণ=কোমল ন।

৩। উচ্চ সপ্তকের স্বরের মাথায় রেফ-চিহ্ন ও খাদ-সপ্তকের নীচে হসন্ত-চিহ্ন থাকে; মধ্য-সপ্তকের স্বরে কোন চিহ্ন থাকে না। যথা প্, ধ্, ন্, স, র, গ, ম, প, ধ, ন, র্স, র্র, র্গ ইত্যাদি।

৪। স্বরোচ্চারণের কাল-পরিমাণকে মাত্রা বলে। এক, উচ্চারণ করিতে যত সময় লাগে, তাহাকে এক মাত্রা; এক, দুই, উচ্চারণ করিতে যত সময় লাগে তাকে দুই মাত্রা; এক, দুই, তিন উচ্চারণ করিতে যত সময় লাগে তাকে তিন মাত্রা বলে; ইত্যাদি ক্রমে মাত্রা যথেচ্ছা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

মাত্রার চিহ্ন আকার। যথা সা, একমাত্রা; সা -া দুই মাত্রা; সা -া -া তিন মাত্রা ইত্যাদি। দুইটি স্বর একমাত্রার মধ্যে উচ্চারিত হইলে, দুইটি স্বরাক্ষর যুক্ত হইয়া শেষ অক্ষরের গায়ে আকার বসে; যথা, গমা, পধা; এইরূপ স্থলে প্রতি স্বরটি অর্দ্ধমাত্রা। চারিটি স্বর একমাত্রার মধ্যে উচ্চারিত হইলে, চারিটি স্বরাক্ষর যুক্ত হইয়া শেষ অক্ষরের গায়ে আকার বসে; যথা, সরগমা, এই স্থলে প্রত্যেক স্বরটি সিকিমাত্রা। এইরূপ একমাত্রার মধ্যে যতগুলিই স্বর উচ্চারিত হোক্ না কেন, তাহাদের স্বরাক্ষরগুলি যুক্ত হইয়া শেষ অক্ষরের গায়ে আকার বসে। যথা সরগমপধা, মপধনসা ইত্যাদি। অর্দ্ধমাত্রার বিশেষ চিহ্ন=ঃ বিসর্গ।

৫। সাধারণত উপরোক্ত যুক্তস্বরগুলি গড়ানে ভাবেই উচ্চারিত হয়; যদি কোন স্থলে, উহার প্রত্যেক স্বর পৃথক ঝোঁকে উচ্চারণ করিতে হয়, তাহা হইলে শিরোদেশে বিন্দু-চিহ্ন দেওয়া হইয়া থাকে, যথা সরগমা। কোন এক স্বর যখন আর এক স্বরে বিশেষরূপে গড়াইয়া যায়, তখন স্বরের নীচে এইরূপ ‿ চিহ্ন থাকে; যথা, পা‿-পা।

৬। যখন স্বরাক্ষরের নীচে গানের অক্ষর না থাকে তখন স্বরাক্ষরগুলির মধ্যে হাইফেন - চিহ্ন থাকে এবং গানের পংক্তিতে শূন্য (॰) চিহ্ন দেওয়া হয়।

৭। কোন আনুষঙ্গিক স্বর কোন প্রধান স্বরকে ঈষৎ ছুঁইয়া গেলে প্রধান স্বরের গায়ে ক্ষুদ্র অক্ষরে এইরূপ লিখিত হয়; যথা রসা সার ইত্যাদি।

৮। আস্থায়ীর আরম্ভে,—যেখান হইতে রীতিমত তাল সুরু হয়—সেইখানে এইরূপ ॥ যুগল-ছেদ অথবা যুগল II স্তম্ভচিহ্ন এবং প্রত্যেক কলির শেষে যেখানে থামিয়া আস্থায়ীতে আবার ফিরিতে হয়, সেইখানেও এইরূপ ॥ যুগল-ছেদ অথবা যুগল II স্তম্ভচিহ্ন বসে।

৯। { } =পৌনরুক্তির চিহ্ন; যথা { সা রা গা মা } অর্থাৎ এই অংশ দুইবার আবৃত্তি করিতে হইবে।

১০। ( )=পুনরুক্তি-কালে লঙ্ঘনের চিহ্ন; যথা { সা রা (গা মা) } পা ধা। অর্থাৎ সা রা গা মা—এই অংশ দ্বিতীয়বার আবৃত্তি করিবার সময় (গা মা) এই অংশ লঙ্ঘন করিয়া একেবারে "পা ধা" এই অংশ ধরিতে হইবে।

১১। প্রতি তাল-বিভাগের পর ছেদ-চিহ্ন বসে; তালের এক আওর্দ্দা পূর্ণ হইলে এই I স্তম্ভ-চিহ্ন দেওয়া হয়।